শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে ৩দিন ব্যাপী জন্মজয়ন্তী উৎসব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকীতে আজ শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবির ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিলাইদহের ঠাকুর বাড়িতে আজ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও গ্রামীন মেলা।

জানা যায়, পৈত্রিক জন্মস্থান জোড়াসাঁকো থেকে স্বপরিবারে এখানে এসে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের অনেক মুল্যবান সময় কাটিয়েছেন তাঁর স্মৃতিধন্য শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। এখানে বসেই গীতাঞ্জলী অনুবাদ করে পেয়েছেন বিশ্বকবির খ্যাতি। তিনি রচনা করেছেন নৌকা ডুবিসহ কালজয়ী সব কাব্যগ্রন্থ, ডাকপিওনসহ ছোট গল্প, নাটক ও উপন্যাস।

৮ মে জাতীয়ভাবে কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে। পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রান্তর। রঙের আঁচরে অপরুপ হয়ে উঠছে কুঠিবাড়ি। ঝেড়ে,মুছে,পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কবির ব্যবহৃত আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সব স্মৃতিচিহৃ। আঙিনায় বাঁশ,কাঠ,ত্রিপল দিয়ে চলছে মঞ্চ ও দর্শনার্থীদের বসার স্থান।

কুঠিবাড়ীর মিউজিয়ামের গাইড শাহজাহান জানালেন, পালকি, শয়ন খাট, আলমিরাসহ সকল কিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এই কয়দিন তাদের ছিল না কোন ফুরসুত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ জন্ম গ্রহন করেন। বংশ পরম্পরায় জমিদার হয়েও প্রজাদের ভালোবাসতেন মন প্রাণ দিয়ে। তাই পচিশে বৈশাখ কবির জন্ম উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে কুমারখালীর শিলাইদহের স্মৃতি বিজড়িত কুঠিবাড়ী। এরই মধ্যে উৎসবের রঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সব খানে। নতুন করে সাজানো হয়েছে ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনা, কবির স্মৃতি চিহ্ন ও রবীন্দ্র মঞ্চও। আসতে শুরু করেছেন কবীর ভক্ত অনুরাগীরা। বৈশাখের বর্ণিল এই উৎসবকে সামনে রেখে কুঠিবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুুতি।